গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা



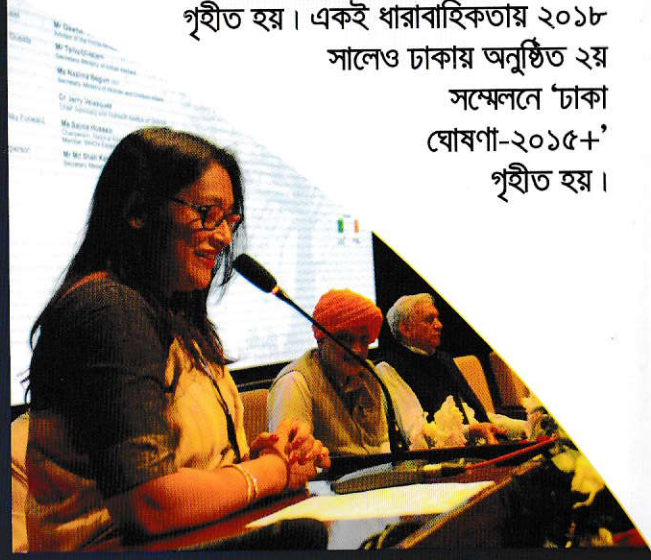
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

যে কোন দুর্যোগে প্রতিবন্ধী মানুষের ঝুঁকি অন্য সবার চেয়ে বেশি। প্রতিবন্ধিতার মাত্রা, লিঙ্গ, বয়স ও আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে তাদেরও ঝুঁকির তারতম্য ঘটে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে আনতে একদিকে যেমন তাদের অংশগ্রহণ, দক্ষতা এবং সক্ষমতা বাড়াতে হবে, অন্যদিকে তেমনি সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ কাজটি দু'টি ধারায় (টুইন ট্র্যাক কৌশল) সম্পন্ন করতে হবে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইতোমধ্যে অন্যান্য দেশের কাছে একটি রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, এ ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের 'শুভেচ্ছা দূত' জনাব সায়মা হোসেনের অনুপ্রেরণায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধিতা বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ২০১৫ সালে ঢাকায় 'প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে 'ঢাকা ঘোষণা-২০১৫' গৃহীত হয়। একই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালেও ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২য় সম্মেলনে 'ঢাকা ঘোষণা-২০১৫+' গৃহীত হয়।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য টুইন ট্র্যাক কৌশলে করণীয় কিছু কর্মকাণ্ডের উদাহরণ :

প্রতিবন্ধিতা বিষয়টিকে মূল স্রোতঃধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ	ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন
দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্টদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি
প্রতিবন্ধী মানুষদের সঠিকভাবে সহায়তা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাড়া প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সদস্য পদ দেয়া
উদ্ধার ও স্থানান্তর উপকরণের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী সহায়ক উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় থেরাপি সেবা সহায়ক উপকরণ প্রদান
দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আইন, নীতিমালা, আদেশ ও নির্দেশনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদাসমূহ বিবেচনা করা	সরকারিভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ- সুবিধা এবং সেগুলো পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান
লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা বিভাজিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের পর্যাপ্ততা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্বমূলক দক্ষতার উন্নয়ন



'ঢাকা ঘোষণা-২০১৫+' এ উলেখযোগ্য করণীয়সমূহঃ

১. গণমুখী কর্মপন্থা নিশ্চিত করতে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারী, পুরুষ, বালক, বালিকা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের (ডিপিও) অর্থবহ অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তি ও নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ।

২. সুশাসন, অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা জোরদার করতে সরকারের সকল পর্যায়ে, উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, জাতিসংঘ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সমাজভিত্তিক সংগঠনসমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহ (ডিপিও), পেশাজীবিগণ, সক্রিয় নাগরিকবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্যক্তি খাত এবং অন্যান্য মুখ্য অংশীজনদের মধ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য সহযোগিতা বাড়ানো এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগের প্রভাব প্রতিরোধ এবং কমানোর জন্য সকল পর্যায়ে সেন্দাই কর্মকাঠামোর একীভূত কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৩. লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিভিত্তিক উপাত্ত সমন্বিত করতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতিটি পর্যায়ে লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ করতে সরকার ও অন্যান্য সংশিষ্ট মহল যেন কার্যকর কর্মপদ্ধতি এবং নির্দেশনা প্রচলন করে তা নিশ্চিত করা।

৪. ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা প্রসার করতে স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের একীভূত পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা এবং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ ও অবহিত করার জন্য সমাজভিত্তিক একীভূত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ, ঝুঁকি বিশেষণ ও তথ্য ব্যাংকসমূহকে সহায়তা করা।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর দুর্যোগের প্রভাব হ্রাসের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ অপসারণ- ব্যক্তি খাতকে যুক্ত করে, উন্নততর নির্মাণ (বিল্ড ব্যাক বেটার) পন্থা ও দুর্যোগ সহনশীল সার্বজনীন নকশা অনুসরণ করে সব ধরনের বাধা (সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রক্রিয়াগত, কাঠামোগত, যোগাযোগ এবং দৃষ্টিভঙ্গীকৃত) অপসারণের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সেবাদানকারীদের আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং একীভূত মানবিক সাড়া প্রদান ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ভিত্তিক হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, সহায়ক উপকরণ, সহজলভ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা।

৬. স্থানীয় থেকে জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সক্রিয় হতে- ঢাকা ঘোষণা ২০১৫ এবং ঢাকা ঘোষণা-২০১৫+ এর উপর প্রতিবেদন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেন্দাই কর্মকাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পথ নকশাসমূহ (road maps), কর্মপরিকল্পনা, সূচক এবং পরিভাষা উন্নয়নে ঘোষণা দু'টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৭. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টির কার্যকরী অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিপিও, সরকার এবং সরকারের বিভাগসমূহ, ইউএন সংস্থাসমূহ, ব্যক্তি খাত, শিক্ষাবিদগণ, গবেষণাবিদগণ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে জ্ঞান ও শিখন বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া।

ইতোমধ্যে ঢাকা ঘোষণা বিভিন্ন দেশের কাছে অনুসরণীয় হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক নির্দেশিকাগুলোতে এটিকে একটি অনুসরণীয় দলিল হিসেবে উলেখ করা হচ্ছে। ঢাকা ঘোষণায় উল্লেখিত করণীয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শুধুমাত্র নিজ দেশেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোও যাতে তাদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দেয়, সেজন্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়া পরবর্তী সম্মেলনটি তাদের দেশে আয়োজন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস নিয়ে কর্মরত সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। একইভাবে প্রাথমিক সাড়াদানকারী/স্বেচ্ছাসেবকগণ যেন দুর্যোগের সময় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারে, সেজন্য আরো একটি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

বন্যার সময় প্রতিবন্ধী মানুষসহ বন্যাকবলিত সকল মানুষ যাতে তাদের ঘর-বাড়ী, গবাদি পশুসহ সকল সহায়-সম্বল দ্রুত সরিয়ে নিতে পারে সেজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৬০টি নৌকা তৈরী করা হচ্ছে। এ সকল নৌকায় সুপেয় খাবার পানি, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, সোলার প্যানেলের মাধ্যমে মোবাইল চার্জসহ জরুরি সেবা থাকবে।

মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তৈরীকৃত সকল ঘুর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে সহজেই প্রবেশ করতে পারে সেরূপ সুবিধা নকশায় রাখা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী নির্মাণ করা হচ্ছে।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১৯ এ বর্ণিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং/অথবা তাদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঝুঁকি হ্রাসে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর করণীয় সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আমরা জানি, যে কোন দুর্যোগ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি যারা ইতোমধ্যেই মানসিক রোগে ভুগছেন তাদের উপর এর প্রভাব আরো বেশি। প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে এরা সকলেই মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স অন ডিজএ্যালিটি ইনক্লুসিভ ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব সায়মা হোসেনের দিক-নির্দেশনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 'ক্রাইসিস প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফর মেন্টাল হেলথ' বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি সংস্থার দুইশতাধিক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এরই মধ্যে সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীরা একাধিক দুর্যোগে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছেন। প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে মানুষের কাছে সেবা পৌছানোর কাজটি আরো সুসংহত করতে একটি প্রটোকল তৈরী করা হচ্ছে।

সর্বোপরি প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আগামী দিনগুলোতে আরো বেশি এর সুফল ভোগ করবে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে সহায়ক হবে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

Disability inclusive Disaster Risk Management

আন্তর্জাতিক
দুর্যোগ প্রশমন দিবস
২০২০

সহযোগিতায়

CDD Centre for Disability in Development
Bringing hope, dignity and meaning to life

&

cbm
together we can do more